শেখ হাসিনার নির্দেশ

জলবায়ু সহিষ্ণু বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম
ডাইকট শাখা

বিষয়: বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়ামের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২২-২০২৩ অনুযায়ী অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে 'অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা' বিষয়ে অংশীজনদের সাথে অনলাইন কর্মশালার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	সঞ্জয় কুমার ভৌমিক অতিরিক্ত সচিব ও পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
সভার তারিখ	২৮ নভেম্বর ২০২২ খ্রি:
সভার সময়	সকাল ১০:৩০ ঘটিকা
স্থান	'Zoom App' ভার্চুয়াল মাধ্যম।
উপস্থিতি	উপস্থিতির তালিকা পরিশিষ্ট-"ক"।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়ামের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২২-২০২৩ এর আওতায় অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে 'অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা' বিষয়ে অংশীজনদের সাথে অনুষ্ঠিত কর্মশালা বা মতবিনিময় সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কার্যক্রম শুরু করেন। উপস্থিত সকলের পরিচয় পর্বের শেষে সভাপতির অনুমতিক্রমে প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. সরদার নাসির উদ্দিন হারবেরিয়ামের 'অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা' বিষয়ক সভায় বিস্তারিত উপস্থাপন করেন এবং উপস্থিত অংশীজনদের জানান হারবেরিয়ামের সেবা ও অন্যান্য বিষয়ে সেবাগ্রহণকারীদের অনেক পরামর্শ থাকলেও অধ্যাবধি কোন অভিযোগ জমা পড়েনি। এসময়ে সভাপতি মহোদয় হারবেরিয়াম কর্তৃক প্রণীত অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা সুষ্ঠু বাস্তবায়নে উপস্থিত সকলের মতামত প্রদানের আহবান জানান।

২.০ আলোচনাঃ

২.১ শুরুতেই আলোচনায় অংশ নিয়ে অধ্যাপক ড. সালেহ আহমেদ খান, চেয়ারম্যান, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা হারবেরিয়ামের 'অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা' বিষয়ক কার্যক্রম নিয়ে অংশীজনদের নিয়ে মতবিনিময় সভার আয়োজন কে সাধুবাদ জানান। বর্তমানে হারবেরিয়াম দেশের উদ্ভিদবৈচিত্র্যের নানাদিক নিয়ে কাজ করছে এ কার্যক্রম সুষ্ঠ চলমানের জন্য পর্যাপ্ত বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা নিয়োগ প্রয়োজন। এজন্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা পদের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে নিয়োগবিধিতে প্ল্যান্ট ট্যাক্সনমিতে থিসিস আছে এমন যোগ্যতা সম্পন্ন লোক নিয়োগ এবং তাদের দেশী-বিদেশী বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাগ্রহণ প্রয়োজন বলে জানান। তিনি ফ্লোরা অব বাংলাদেশ সিরিজ লেখার ক্ষেত্রে নীতিমালা এর অথরশীপ নিয়ে জানতে চান। এছাড়া তিনি ডিজিটাল হারবেরিয়ামের ইমেজসমূহ উচ্চ রেজুলেশন করা যায় কিনা সেবিষয়ে অনুরোধ করেছেন।

২.২ আলোচনায় ড. মোঃ অমর ফারুক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, সভায় অংশগ্রহণের সুযোগদানের জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি বলেন বর্তমান সরকার যে শুদ্ধাচার কৌশল ও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার সুযোগ সৃষ্টি করেছেন তা সত্যিই প্রসংশনীয়। বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়ামের সরক্ষিত উদ্ভিদ নমুনারডিজিটালিজেশন এর কাজ শুরু হয়েছে জেনে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত যা উদ্ভিদ বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে অতি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ওয়েবসাইটের ডাটার সাথে এর Location যুক্ত করার সুযোগ থাকলে কাজের বেশ সুবিধা হয় বলে জানান।

২.৩ জনাব তন্ময় দে, বিএফআরআই, বরিশাল বিভাগফিল্ড এর তথ্যসম্বলিত একটি সম্পূর্ণ এপস তৈরি করার কথা বলেন, যার মাধ্যমে কোন ছবি স্ক্যান করে তার তথ্যগুলো পাওয়া সম্ভব হবে। ঢাকার বাইরের হয়েও এধরণের কর্মশালায় অংশগ্রহণ করতে পেরে ধন্যবাদ জানিয়ে এসুযোগ অব্যাহত রাখার অনুরোধ করেন।

২.৪ তিতুমীর কলেজের উদ্ভিদবিজ্ঞানের সহযোগী অধ্যাপক ড. কে. এম. সেলিম, উদ্ভিদ নমুনা গুলোকে তাদের আসল রং বজায় রেখে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করা যায় কিনা তা জানতে চান। অনলাইন জার্মপ্লাজম সেন্টার তৈরি করার সময় শুষ্ক উদ্ভিদ নমুনা অর্থাৎ হারবেরিয়াম শীটের ছবির সাথে জীবন্ত উদ্ভিদের ছবিসহ ডাটাবেজ তৈরী করার প্রস্তাব দেন। এছাড়া বোটানিক্যাল গার্ডেনে গাছের সঠিক নামকরণসহ নেমপ্লেট লাগানোর ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান।

২.৫ জনাব রুনু দে, সহযোগী অধ্যাপক, ইডেন মহিলা কলেজ, জনাব তানিয়া তাসমিন, সহকারী অধ্যাপক, ঢাকা কলেজ, জনাব

আমেনা কিবরিয়া মিশু, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম ল্যাব. ষোলশহর, চট্টগ্রাম আলোচনায় অংশ নিয়ে হারবেরিয়ামে সেবা নিতে এসে সঠিক সেবা পেয়েছেন এবং সেবা নিয়ে কোন অভিযোগ নেই বলে জানান। জনাব মোঃ আব্দুল হাই, সহকারী অধ্যাপক, ভাষানটেক সরকারি কলেজ, ভাষানটেক এবং জনাব মনজ মন্ডল, প্রভাষক, শহীদ সরোয়ার্দী কলেজ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে এর সেবা সম্বন্ধে জেনে শিক্ষার্থীদের হারবেরিয়াম পরিদর্শনে আনার আশা ব্যক্ত করেন।

২.৬ প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ড. সরদার নাসির উদ্দিন, জানান প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতার কারণে অনেক উদ্যোগ বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না। নিয়োগ বিধিতে পরিবর্তন বা জনবল বাড়ানোর ক্ষেত্রে নিজ মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি জনপ্রশাসন ও অর্থ মন্ত্রনালয়ে হতে অনুমোদন নিতে হয়, এটি একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া। গবেষকগণ নিজ উদ্যোগে স্কলারশিপ ম্যানেজ করে ফরেইন ডিগ্রি নিয়ে স্কিল ডেভেলপমেন্ট করতে পারে, হারবেরিয়ামে এধরণের সহযোগিতার উদাহরণ আছে। বোটানিক্যাল গার্ডেনে নেমপ্লেটের ক্ষেত্রে অনেক সময় দুর্লভ বা বিরল প্রজাতির গাছ চুরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাই অনেকসময় নাম দিতে সমস্যা আছে, যদিও গার্ডেনের কর্তৃপক্ষ অনেক উদ্ভিদে নাম দিয়েছেন বলে জানা আছে। হারবেরিয়মের বাইরের কোন গবেষক ফ্লোরা অব বাংলাদেশ সিরিজ রচনা করতে চাইলে হারবেরিয়ামের নিজস্ব ফরমেট অনুযায়ী পান্ডুলিপি রচনা করে জমা দিতে হবে তা প্রকাশের ক্ষেত্রে মানসম্মত হতে হবে এবং প্রয়োজনীয় বাজেট থাকতে হবে। । যিনি জমা দিবেন তিনিই প্রথম অথর হিসেবে থাকায় কোন বাধা নেই।

২.৭ আলোচনার এ পর্যায়ে সভাপতি মহোদয়, কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী সম্মানিত সকল অংশীজনদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ সমূহে উদ্ভিদবিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের নিয়ে হারবেরিয়াম পরিদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে বলেন, এই এলাকায় পাশাপাশি জাতীয় চিড়িয়াখানা, জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান ও জাতীয় হারবেরিয়াম অবস্থিত বলে শিক্ষার্থীরা একসঙ্গে তিনটি ভিন্ন আনন্দ উপভোগ ও জ্ঞানার্জনের সুযোগ পাবে এবং তিনি সকল সুপারিশগুলো বিবেচনায় নেয়া হবে বলে জানান।

৩.০ সভার বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তগুলো গৃহীত হয়:

৩.১ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থায় প্রাপ্ত যে কোন অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।

৩.২ হারবেরিয়ামের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাদের কর্মদক্ষতাবৃদ্ধির জন্য হারবেরিয়াম সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাগ্রহণ করা হবে।

৩.৩ ঢাকার বাইরে অবস্থিত অংশীজন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হারবেরিয়ামের বিভিন্ন কর্মশালায় অংশগ্রহণের সুযোগ রাখতে হবে।

৪.০ পরিশেষে অন্য কোন আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকলকে আবারো ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

সঞ্জয় কুমার ভৌমিক
অতিরিক্ত সচিব ও পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

স্মারক নম্বর: ২২.০৫.০০০০.০১০.০৬.০০৩.২০.২০

তারিখ: ১ পৌষ ১৪২৯
১৬ ডিসেম্বর ২০২২

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সচিবের একান্ত সচিব , সচিবের দপ্তর, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২) অধ্যাপক ড. সালেহ আহমেদ খান , চেয়ারম্যান, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা
৩) অধ্যাপক ড. শাহরিয়ার আহম্মদ, অধ্যাপক, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, সদরঘাট, ঢাকা ।
৪) ড. কে এম সেলিম, সহযোগী অধ্যাপক, উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ, সরকারি তিতুমীর কলেজ,মহাখালী, ঢাকা।
৫) জনাব রুনু দে, সহযোগী অধ্যাপক, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ, ইডেন মহিলা কলেজ, ঢাকা
৬) ড. ওমর ফারুক, সহযোগী অধ্যাপক, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ, চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্রগ্রাম।
৭) জনাব তানিয়া তাসমিন, সহকারী অধ্যাপক, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা কলেজ, ঢাকা ।
৮) জনাব মোঃ আব্দুল হাই, বিভাগীয় প্রধান, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ, ভাষানটেক সরকারি কলেজ, ভাষানটেক, ঢাকা।

৯) জনাব মনজ মন্ডল, প্রভাষক, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ, শহীদ সরোয়ার্দী কলেজ, ঢাকা।

১০) জনাব নওরিন জাহান, প্রভাষক , উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ, ঘিওর সরকারি কলেজ, মানিকগঞ্জ।

১১) জনাব তন্ময় দে, গবেষণা কর্মকর্তা , প্লান্টেশন ট্রায়াল ইউনিট ডিভিশন বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, রুপাতলি, বরিশাল

১২) জনাব আমেনা কিবরিয়া মিশু , বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিসিএসআইআর , চট্রগ্রাম ল্যাব. ষোলশহর, চট্রগ্রাম।

১৩) প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, গবেষণা ও পরিকল্পনা বিভাগ, বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম

১৪) উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (রুটিন দায়িত্ব), ডাইকট শাখা, বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম

১৫) প্রোগ্রামার, ডকুমেন্টেশন শাখা, বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম

১৬) উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (রুটিন দায়িত্ব), গবেষণা শাখা, বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম

১৭) উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (রুটিন দায়িত্ব), মনোকট শাখা, বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম

১৮) উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (রুটিন দায়িত্ব), এথনোবোটানী ও ইকোনমিক শাখা, বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম

১৯) বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (রুটিন দায়িত্ব), ক্রিপটোগ্যামিক শাখা, বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম

২০) বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (রুটিন দায়িত্ব), মনোকট শাখা, বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম

২১) বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (রুটিন দায়িত্ব), ডাইকট শাখা, বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম

ড. মাহবুবা সুলতানা
উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (রুটিন দায়িত্ব)